দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

মৃত্যু সম্পর্কীয় আরো কিছু বিষয়

الأمور التي تتعلق بالموت

২। মানুষের জীবনের সময় সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন, অন্য কেউ নয়। কেউ জানে না যে, সে কোথায় মরবে এবং কখন মরবে। কারণ, সেটা গায়েবের ইলম্ তথা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও এককভাবে মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু এলে তা দমন, প্রতিহত করা বা পিছিয়ে দেয়া কিংবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঙহান আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাদের সেই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে, তখন এক নিমেষেরও আগে কি পরে হয় না।" (সূরা আ'রাফঃ৩৪)

৪। মু'মিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সুন্দর মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হোন। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। আর তাঁর সাথে থাকেন রহমতের ফেরেশতা, যাঁরা উক্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।আল্লাহ পাক বলেন, "যে সব লোক বললো, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ও মালিক এবং তারা এর উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকলো, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতরণ ক'রে বলেন, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করো না আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের নিকট যার অঙ্গীকার করা হয়েছে।" (সূরা ফুস্‌সিলাত ৩০) পক্ষান্তরে কাফেরের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ করে ও কালো চেহারা নিয়ে আসেন এবং তাঁর সাথে থাকে আযাবের ফেরেশতা যাঁরা তাকে আযাবের দুঃসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত ক'রে বলেন, বের করে দাও তোমাদের আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ করতে।" (সূরা আনআমঃ ৯৩)। মৃত্যু এলে বাস্তব সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে অন্তরায় আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মু'মিনুনঃ৯৯-১০০)। মৃত্যু এলে কাফের ও পাপী লোক ভাল ও সৎকাজ করার জন্য পুনরায় পার্থিব জীবনের দিকে ফিরে যেতে চাইবে কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি দেখতে পাবে এসব যালিম লোকেরা যখন আযাব দেখবে, তখন বলবে, এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে? (সূরা শুরাঃ৪৪)

৫। বান্দাগণের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত যে,যার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দুনিয়ায় যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আবূ দাউদ ৩১১৬) কারণ, এমনি মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালেমার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না।নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি তো মৃত্যুর যাতনায় তা ভুলে যাবে। একারণেই মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর স্মরণ দেয়া সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' পড়তে বলো।" (মুসলিম ৯১৬) তবে তার উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করবে না, যাতে সে বিরক্ত হয়ে কোন অসংগত কথা বলে না ফেলে।